মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তি-পত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

৫৬ বর্ষ ❀ ৮ম সংখ্যা ❀ শ্রীগৌরজয়ন্তী সংখ্যা ❀ ফাল্গুন, ১৪২৫ ❀ মার্চ, ২০১৯

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ
রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৭৬৮৫, ৯৯০৩০৬৫২৬২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, মোঃ-9435179292
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪
আসাম-৯৭০৬৫৭২৩১, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯৮৭৪৯৬৬২৪১/৭৬৯৯০৮৩৮২৭
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে সংগৃহীত।	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	—	৪
৩। শ্রীল গোস্বামীপাদের অন্তিমকালীন কয়েকটি হরিকথা	শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ।	৫
৪। আমার প্রভুর কথা	শ্রীল ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের ভাষণ	৬
৫। বিদ্যুৎ গতিতে ভজন	শ্রীশ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রবন্ধ	৭
৬। মহারাজ ভরত	পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে	৮
৭। দশদিন ব্যাপী কলকাতায় শ্রীচৈতন্যজন্মোৎসব ও মেলা....	শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	১০
৮। শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রচার প্রসঙ্গ	—	১৫
৯। নির্যাণ	—	১৬
১০। হাওড়া বুক স্টল	—	১৭
১১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা	—	১৮

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর**

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী**

৫৬ বর্ষ ❀ ৮ম সংখ্যা ❀ শ্রীগৌরজয়ন্তী সংখ্যা ❀ ফাল্গুন, ১৪২৫ ❀ মার্চ, ২০১৯

সারকথা

**এই মত দিনে দিনে, স্বরূপ-রামানন্দ সনে
নিজ-ভাব করেন বিদিত।
বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত ॥
এই প্রেমা-আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যাঁর মনে, তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—২।৫০-৫১)**

**যে-বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে।
পাইয়াও কৃষ্ণদাস তাহা পরিহরে ॥
(শ্রীশ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।১৯৫)**

**অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে।
বাহিরে না কহে, বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—৮।২৬৫)**

**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥
(চৈঃ চঃ আঃ—৮।১৫)**

**অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—১৩।১৩৭)**

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রঃ—বৈকুণ্ঠের সংবাদ-আনয়নকারী পিয়নকে কিরূপে চেনা যাবে এবং সংবাদের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বই বা কিরূপে জানা যাবে।

উঃ—আমার প্রার্থনা অকপট হলে সর্বজ্ঞ ভগবানের কৃপায় সবই জানা যাইবে। বিদ্যার্থী ব্যক্তি বিদ্বানের কৃপা-সাহায্যেই বিদ্বানকে চিনতে পারে। হৃদয়স্থ ভগবানই আমাকে সব বিষয়ে সাহায্য করবেন, আমি তাঁর প্রতি নির্ভর করলেই হল।

কোন বস্তু-বিষয়ে জ্ঞান উপার্জ্জন করতে হলে জগতে দুটি উপায় দেখতে পাওয়া যায়। একটি জগতের অভিজ্ঞতা দ্বারা বস্তু জানবার প্রয়াস, আর একটি জগতের অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ জেনে যে রাজ্যের জ্ঞান, সেই রাজ্য থেকে অবতীর্ণ মহাপুরুষের নিকট সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ পূর্বক শ্রুতিমূলে জ্ঞানলাভ।

প্রঃ—জাগতিক অভিজ্ঞতাই আমাদের সম্বল। তা বর্জ্জন করে কোন অতিমর্ত্ত্য বস্তুতে কিরূপে শরণাগত হওয়া যাইবে?

উঃ—কঠিন মনে করিয়া ভীত হইলে চলিবে না। সত্যবস্তু জানিতে হইলে হৃদয়ে খুব বল চাই। সাঁতার শিখিতে হইলে প্রথমে জল দেখিয়া ভীত হইলে সাঁতার শেখা যাইবে না। শরণাগতি ব্যাপারটা কঠিন নয়, উহা আত্মার পক্ষে অতি সহজ ও স্বাভাবিক। শরণাগতির বিপরীত যাহা কিছু তা অস্বাভাবিক ও ক্লেশকর।

প্রঃ—কি উপায়ে সেই সাহস অর্জ্জন করা যাইবে?

উঃ—ভগবানের কথা শুনিতে হইবে—ভগবানের এজেন্টের কাছে থেকে শুনতে হবে। যখন সেই কথা শুনিব, তখন জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতা, কুতর্ক প্রভৃতিকে বন্ধ রাখিয়া দিতে হবে। জীবন্ত সাধুর নিকট ভগবানের পরাক্রমপূর্ণ বীর্য্যবতী কথা শুনতে শুনতেই হৃদয়ের দৌর্বল্যাদি অনর্থগুলি কাটিয়া যাইবে, হৃদয়ে অভূতপূর্ব সাহস আসিবে, তখন শরণাগতি আত্মার সহজধর্ম সম্পূর্ণভাবে উদিত হইবে। সেই শরণাগত হৃদয়ে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বপ্রকাশ সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হইবে এই উপায়েই সত্য জানা যায়, অন্য কোন পন্থায় অকৈতব সত্য জানা অসম্ভব।

প্রঃ—শরণাগতি ও দৃঢ়তা কি বিশেষ প্রয়োজন?

উঃ—নিশ্চয়ই ভগবানে full confidence থাকা প্রয়োজন। হরিভজনেও এইরূপ firm determination থাকা দরকার—I must receive his Grace. I must not go astray, I must always go on chanting His name. God will undoubtedly help me, if I am bonafide.

শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিক শরণাগতি হইলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে। শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের কৃপাই আমাদের সম্বল হোক্। তা হলেই আমাদের মঙ্গল হবে।

প্রঃ—গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণভজন না করিলে কি কৃষ্ণভজন হয় না?

উঃ—কখনই না। আমরা একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনই করিব। এই কৃষ্ণানুশীলন কৃষ্ণভক্তের আনুগত্যে বা নির্দ্দেশেই হইয়া থাকে। শ্রীবার্ষভানবীদেবী কৃষ্ণের অনুকূলা। শ্রীরাধারই নামান্তর অনুকূলা। শ্রীবার্ষভানবীদেবীর প্রিয় নিজজনগণ সকলেই গুরুপাদপদ্ম গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আমরা অনুকূলার কৃষ্ণ অর্থাৎ রাধার কৃষ্ণের উপাসক। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধারই অধিক পক্ষপাতী। শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধার অভিন্নমূর্ত্তি। অনুকূলার আনুগত্যেই কৃষ্ণের অনুশীলন হইয়া থাকে। যেখানে অনুকূলার আনুগত্য অর্থাৎ গুরুর আনুগত্য নাই, সেখানে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণসুখানুসন্ধান থাকিতে পারে না। সেখানে আছে কেবল স্বসুখবাঞ্ছার তাণ্ডব নৃত্য। এইরূপ ভক্তিবিরোধী চিত্তবৃত্তি বা দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিয়া গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণের সেবা করিলেই সব সুবিধা হইবে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা কৃষ্ণসুখানুসন্ধানের কথা ভুলিয়া গিয়া নিজের সুখে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি। হায়! কৃষ্ণকে গৃহকর্ত্তা না করিয়া নিজেই গৃহকর্ত্তা সাজিয়া গৃহব্রত হইতেছি। কিন্তু আমরা যদি মঙ্গল চাই, তবে জীবন থাকিতে থাকিতেই সাবধান হইতে হইবে; নতুবা বঞ্চিত হইতে হইবে, সুবর্ণসুযোগ পাইয়াও হারাইতে হইবে।

প্রঃ—সন্ন্যাসী সাজিলেই কি সুবিধা হইবে?

উঃ—কখনই না। বাহিরে পোষাকী সন্ন্যাসী হইলে সুবিধা হইবে না। গুরুদেবতাত্মা হইয়া গুরুসেবাকে জীবন করিতে পারিলেই প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া যাইবে। *(ক্রমশঃ)*

শ্রীল গোস্বামীপাদের অন্তিমকালীন কয়েকটি হরিকথা

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার

প্রাণের দেবতা শ্রীগুরুপাদপদ্ম, তাং-২২-০৪-২০১৮

এই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা শোনার দ্বারাই ঐ গুরু পাদপদ্মের সেবা হয়। সেবা বৈকুণ্ঠ ধর্মী। এতে কোনো প্রকার সংশয় নেই। সন্দেহ, সংশয় এই মায়ার কথা। ভব (মায়া) ভগবত কথার আবির্ভাবেই চলে যায়। আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ধৈর্য সহকারে ভগবানের আবির্ভাব লক্ষ্য করা দরকার। তাছাড়া কখনও লক্ষ্যের বহির্ভূত হয়ে হরিকথা আবির্ভাব হয়ে গেলে কখনও ফস্কে যেতে পারে। তাই Exclusive ভাবে ভগবানকে হৃদয়ে বা শ্রীগুরুদেবকে ধরে থাকতে হয় বা ধরে রাখতে হয়। কথায় কথায় রুচি যার সেই ভগবানকে হৃদয় কমলে বেঁধে রাখতে পারে। আর কখনও শ্রীগুরুদেবকে পালিয়ে যেতে দেয় না। এই হল ভগবৎ কথায় রুচি-আসক্তি। প্রেম পর্বটাই প্রয়োজন আছে। এই কেবল কথার কথা বলা হচ্ছে না। যাঁরা ভগবানের কথায় রুচিবান তাদের পক্ষে এটা সম্ভব। কথায় কথায় রুচিমান পুরুষ গুরু গৌরাঙ্গ কথায় রুচি আনতে পারে। এই পথ Sublime -অপূর্বই কথায় রুচি আসক্তি, প্রেম এই গুলো হয়ে থাকে। কখন প্রেম, বস্তুকে দর্শন করাবে সেই পর্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে ''প্রেম লাভে ধৈর্য্য ধন্য—এইটাই সাধারণ নিয়ম। মহামতিমান পুরুষ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই কথার অর্থ বলতে পারেন সকলের পক্ষে সহজ নয়। এইভাবে সাধন অবস্থা থেকে সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত খুব মনযোগ সহকারে গৌর ধ্যানে নিমগ্ন থাকা দরকার। কালে কালে ধীরে ধীরে Change হয়। মাথুর বন্ধন থেকে শেষ হয়ে দয়িত খুঁজতে খুঁজতে আমরা পরম দয়িত ভগবানের কাছে যেতে পারি। 'মধুর মধুরস্মিত বনমালা পরিহিত,—শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব রূপ avoid করতে পারা যায় না।

তাং- ৩০-০৪-২০১৮

ধরিয়া মনুষ্য দেহ কেবা দিল কৃষ্ণ প্রেমধন

এই কথাটি বলেছেন শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধে কত গম্ভীর ও কত meaningful এটা চিন্তনীয় বিষয়। দয়াময় ভগবানের দয়ার উদ্বেলন হয় যখন, তখন এই রকম ভাবের আবির্ভাব হয়। কত মোহনীয় -এই ভাব বুঝবার শক্তি কার? কেবল তাঁর দয়াপাত্রের মধ্যে তা সম্ভব, অন্য কারও মধ্যে নয়। দুর্ভিক্ষের বাজারে এই হল পরিণতি। হরিকথার দুর্ভিক্ষ। ভগবান সুন্দরময়-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর যুক্ত। এমনই পরিকরবান, রূপ, গুণ লীলাবান ভগবানকে তাঁদের অভীক্ষ্ণ বা সব সময় এই গুণগুলিকে খুঁজলে পাওয়া যায়। ভগবান বলতে এই বুঝায়। অভিক্ষর অভিক্ষ্যশ্বর (সবসময়) পাওয়া যায়। নাম, রূপ, লীলা পরিকর এই হচ্ছে ভগবানের লীলা চতুর্ব্যূহ এই শুনলে বোঝা যায় বা দেখা যায় বা উপলব্ধি করা যায়। এই চতুর্ব্যূহ এর লীলায় এত মাধুর্য্য যে বিরাটের সীমায়ও দেখতে পাওয়া যাবে। মধুর মধুর তার থেকে অধিক মধুর তার নামাবলী। নামাবলীগুলি খুঁজলে ওর মধ্যে পাওয়া যায়। এতে কী পাওয়া যায়? অপূর্ব সুন্দর বস্তু খুঁজে পাওয়া যায়। যদি কেউ মনে করে যে এই এত বস্তু কী করে সে বুঝবে? তার উত্তর হচ্ছে ভগবানের নিজস্ব সকল কর্ম তাঁকে সমর্পণ করতে হয়। এমনই সমর্পণযুক্ত কথা শুনে নির্ভয় থাকতে হয়। এমন ভগবৎচিত্ত কথাসার শুনা বা শোনানোর দ্বারে ভগবৎ কথার উদয় হয়। কৃষ্ণ কীর্ত্তনের আবির্ভাব হয় এতে কোনো সন্দেহ নাই কেবল আশা ভরা শব্দের বিন্যাস থাকে।

তাং- ০২-০৯-২০১৮

কিভাবে ভগবানকে লাভ করা যায়

ভগবানের সেবা লাভ করা সহজ কথা নয়, কিন্তু লাভ করা যায়। তার প্রমাণ যাঁরা ভগবানকে লাভ করেছেন তাঁরাই প্রমাণ। ভগবানকে লাভ করেছেন যাঁরা যেমন প্রহ্লাদ, নারদ, কপিল, ব্যাস দেবহুতি আরও অষ্টমহাজন এদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অনুগ্রহে আমরাও লাভ করতে পারি। বিধাতা ব্রহ্মা, নারদ কল্পনার বস্তুকে তাঁরা জগতে আবির্ভূত করান—এই তাঁদের বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও আরও অনেক ধাতা বিধাতা আছেন, যারা এই কাজ করতে সমর্থ। মনোসংযোগ করে তাঁদের ধ্যান করলে তাঁদের দর্শন মিলে। মনোসংযোগ বলতে জড়মনকে লাগানো নয়। চিন্ময় মনকে নিয়ে লাগালে চিন্ময় লীলা আসবে, সেই লীলায় চিন্ময় দর্শন খুলবে। সেই ভূমিকায় সব দর্শন পাওয়া যাবে। কলিযুগে নাম সংকীর্ত্তন যোগে ধ্যান করলে ইষ্ট সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। এটা কোন 'গল্পের কথা' নয় আবার 'অল্প কথা'ও নয়।

‘মাধবদয়িত’ বলে একটা কথা আছে। এই দয়িতকে বুঝতে পারলে মাধবকে বুঝতে পারা যায়। ‘মাধবদয়িত’ হতে গেলে যে qualification দরকার তা অর্জন করতে হবে। এর Main অর্থ হলো ‘‘তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা’’—এই ধর্মের ধর্মী হতে হবে। কথা প্রসঙ্গে শ্রীল গুরুমহারাজ বলেছিলেন যে, ‘‘সারাজীবন আমি একটা লাইন Practice করছি ‘‘তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিবঃ সহিষ্ণুনা’’ এটা করলেই হয়ে যাবে। ভক্তিটা বিরাট ব্যাপার নয় ‘‘তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।’’ এটাই central line, এটাই Practice করতে হবে। এটা practice করলেই সব হবে। তৃণাদপি মানে সহ্য করার মতো বিপদ হলে প্রতিবাদ না করা।

আমার প্রভুর কথা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের লিখিত প্রবন্ধ

(পূর্বপ্রকাশিত ভক্তিপত্র ৫৬ বর্ষ, ৭ম সংখ্যার পর)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সংকীর্ত্তন যজ্ঞের দ্বারা নিখুঁতভাবে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনায় পারদর্শিতা আমার প্রভুর লীলায় বিশেষভাবে লক্ষিত হত। ভাগ্যক্রমে তা দর্শনের সৌভাগ্যও হয়েছিল। ঐরূপ শুদ্ধ ভগবৎ তোষণপর কীর্ত্তন বড় দুর্লভ। এ সংসারে গ্রামে-গঞ্জে বা শহরে হরিকীর্ত্তন প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। অথবা অনান্য সম্প্রদায়েও হরিকীর্ত্তন হয়ে থাকে। কিন্তু কোথায়ও ঐরূপ কীর্ত্তন দেখা যায় না। তামসিক আহারকারীদের দ্বারা কীর্ত্তন, লোক মাতানো কীর্ত্তন, প্রখ্যাত গায়ক দ্বারা কীর্ত্তন আর গৌড়ীয় মঠের কীর্ত্তন এক নয়। হরিতোষণপর শুদ্ধকীর্ত্তন এখানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রভু ঐ কীর্ত্তন সেবায় সকলকে ডুবিয়ে রাখতেন। ফলে তিনি যেখানেই থাকতেন এক অদ্ভুত গোলকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হতো।

আমার প্রভু নাট্যমন্দির থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে বৈষ্ণব দণ্ডবৎ করতেন। এও ছিল তার লীলার এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। নবদ্বীপ পরিক্রমা কালে গাড়ীতে করে বিশেষ বিশেষ স্থানে যখন তিনি যেতেন রাস্তার মধ্যে মিশনের কীর্ত্তন মন্ডলী ও ভক্তগণকে দেখলেই গাড়ী থামিয়ে প্রথমে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম—সেই দৃশ্য আজ প্রায় অদৃশ্য। প্রভুর শুদ্ধভক্তির আচরণ ও সূক্ষ্ম বিচার ছিল অসাধারণ। শ্রীচৈতন্যভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি শাস্ত্রে বর্ণিত শুদ্ধভক্তির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত আমার প্রভুর দৈনন্দিন জীবন চরিত্রে সাক্ষাৎভাবে ফুটে উঠত। যা দেখে আমরা আশ্চর্য হতাম।

চতুর্থবার প্রভুর দর্শন—

এবার বলি প্রভুর সঙ্গে আমার ৪র্থ বারের দর্শনের কথা। শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন পুরুষোত্তম মঠ। সে স্থানে আজও শ্রীগৌর গদাধর—শ্রীবিনোদ মাধব জীউর অপূর্ব বিগ্রহ দর্শনের সুযোগ পান ভক্তগণ। সেই মঠটির বাৎসরিক উৎসব অর্থাৎ চন্দনযাত্রা, স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা কালে প্রভু প্রায় দুইমাস কাল অবস্থান করতেন। ঐ সময় উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রান্ত হতে বহু ভক্তগণের সমাবেশ হতো। আমার প্রভু ভক্তগণের সঙ্গে পত্রালাপ করতে খুব ভালবাসতেন। পত্রের মাধ্যমে তিনি ভক্তদের ডেকে নিতেন উৎসবাদিতে। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা, শ্রীক্ষেত্রধাম পরিক্রমা ও শ্রীবৃন্দাবনধাম পরিক্রমা কালে পূর্ব হতে ভক্তদের ডেকে নিয়ে শ্রীধাম সেবায় লাগাতেন। পুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের সুখবিধানমূলক সেবায় ভক্তদের নিয়ে মগ্ন থাকতেন। মঠের বিগ্রহগণের শৃঙ্গার, ভোগরাগ এবং মার্জনাদি সেবায় বিশেষ ধ্যান থাকত তাঁর।

একবার অপ্রকটলীলার প্রায় এক দেড় বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৮০ সালে তিনি অসুস্থ লীলা করেন। তাঁর অসুস্থতার কথা শ্রবণ করে বিভিন্ন মঠের মঠরক্ষকগণ ও বিশেষ বিশেষ সেবকগণ পুরীতে দৌড়ে আসেন। আমিও ছিলাম তাঁদের মধ্যে একজন। কুরুক্ষেত্র মঠের মঠাধ্যক্ষ ও আমি দিল্লী হয়ে পুরী ধামের দিকে রওনা হয়েছিলাম। পথে এলাহাবাদ ও অন্যান্য মঠ থেকেও সেই সেই স্থানের মঠ রক্ষকগণ যুক্ত হয়েছিলেন। গাড়ী প্রায় ৪ ঘন্টা late -এ পুরী জঃ ষ্টেশনে পৌঁছায়। আমরা ৫ জন রিক্সা ধরে রাত্রি ১০টার মধ্যে পৌঁছে শ্রীল গুরুমহারাজকে প্রণাম করবার জন্য তাঁর ভজন কুটিরে গিয়েছিলাম। আমাদের দেখে প্রভু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিলেন—‘‘তোমরা ঠাকুর দর্শন না করে আমার কাছে

এসেছ? যাও আগে বিগ্রহগণকে প্রণাম করে এসো।''

তখন পূজারী ঠাকুর মন্দিরে শয়ন দিচ্ছিলেন জেনে আমার প্রভু নিজ সেবক মারফৎ মন্দির খুলে দর্শন করানোর বিষয়ে আদেশ পাঠালেন। আমরা প্রভুর ইচ্ছামত শ্রীবিগ্রহগণের দর্শন করে পুনরায় প্রভুর নিকট ফিরে প্রণাম করলাম। প্রভু সন্তুষ্ট হলেন। যদিও তিনি অসুস্থ ছিলেন, দুই-একদিন পূর্বেও যায় যায় অবস্থা হয়েছিল, তাঁর সেই বিগ্রহগণের প্রতি অদ্ভুত প্রেম শিক্ষা আমাদেরকে মোহিত করেছিল। ৫ জনের মধ্যে আমি ছিলাম ছোট্ট। আমারও চিত্ত সেই কালে বিস্মিত হয়েছিল। শাস্ত্রে যদিও গুরুদর্শন আগে এবং বিগ্রহগণের দর্শন পরে করার বিধান রয়েছে তথাপি আমার প্রভুর ঐরূপ শিক্ষার দ্বারা ভগবানের প্রতি প্রেমই প্রকাশিত হয়েছিল।

দ্বিতীয়বার প্রভুর শাসন—

৩-৪দিন অবস্থান করে আমরা প্রভুর দর্শন ও তাঁর সাক্ষাৎ সঙ্গ পাচ্ছিলাম। তার মধ্যে আবার একটি ছোট্ট শাসনরূপ কৃপা আমার উপর বর্ষিত হল। আমার প্রভু ভীষণভাবে অসুস্থ ছিলেন তারমধ্যেও আরতির পর সকলে গিয়ে দূর থেকে দণ্ডবৎ করতেন। প্রভু ভক্তদের দর্শন না পেলে অস্বস্তিবোধ করতেন। কথা বিশেষ বলতে পারতেন না। আমি পিছনের দিকে থাকতাম। শেষের দিকে প্রভুর নিকটে প্রণাম করে তাঁর চরণে স্পর্শ করেছিলাম। অমনি অস্বস্তিবোধ হওয়ায় ঈশৎ ক্রোধান্বিত হয়ে প্রভু বলে উঠেন—''আমি অসুস্থ তুমি দেখতে পাচ্ছ না! বেশী ভক্তি দেখাচ্ছ''। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটা খারাপ হল। প্রভু তা অনুভব করলেন। যদিও আমি ভুল করেছি করুণাময় প্রভু আমাকে বকা দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলেন না। তিনি বুঝলেন ছেলেটি হয়তো বা মনে কষ্ট পেয়েছে। আমাকে গুর্ব্বজ্ঞারূপ অপরাধ থেকে বাঁচানো সেই সঙ্গে ভজনের উৎসাহ দানের জন্য পরদিন কৃপা করলেন। সেই দিন আমরা নিজ নিজ মঠের উদ্দেশ্য বিদায় নেওয়ার কথা। ঐ অসুস্থ অবস্থাতেই নিজের গলায় মালা হতে একটি ফুল ছিঁড়ে আদর করে আমার হাতে দিলেন। পূর্বদিনের সমস্ত গ্লানি দূর হল। সেই সঙ্গে ভজনে উৎসাহ দান করলেন। আমার মনটা প্রসন্ন হলো। আমি এই দ্বিতীয়বার প্রভুর শাসনের মধ্যে পড়লাম। প্রথমতঃ খারাপ লাগলেও পরে নিজ অপরাধ বুঝে পরমানন্দ লাভ করলাম। ঐরূপ শাসন সাধক জীবনে দরকার তখন পূর্ণভাবে অনুভব না করলে আজ ঐ সকল শাসনবাক্য স্মরণ করে হৃদয়টা আনন্দে ভরে ওঠে, ভজনে বেশী উৎসাহ পাই।

মাত্র ৪-৫ দিন পুরী ধামে প্রভুর সাক্ষাৎসঙ্গ লাভ করে বেশ কয়েকটি শিক্ষা লাভ করলাম। শ্রীবিগ্রহগণের প্রতি মঠের মালিক বুদ্ধি, তাঁদের প্রীতিময়ী সেবায় আগ্রহ, অসুস্থ অবস্থায় বড়দের বিরক্ত না করা, শ্রীজগন্নাথ ধামের প্রতি অপ্রাকৃত বুদ্ধি—আদি বহু শিক্ষা লাভ করে ধন্য হলাম। সেই সঙ্গে প্রভুর নিত্য ব্যবহারের মধ্যে ধামেশ্বর শ্রীজগন্নাথের প্রতি অগাধ প্রেম এবং শ্রীবিগ্রহগণের সর্ব্বাঙ্গীন সেবার বিশেষ আদর ও ভক্তগণের প্রতি স্নেহ ব্যবহার দ্বারা উৎসাহ দান—দর্শন করে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করেছিলাম।

(ক্রমশঃ)

বিদ্যুৎ গতিতে ভজন

(শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের হরিকথা প্রসঙ্গ)

স্থান-শ্রীধাম বৃন্দাবন, কিশোরপুরা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

সংগ্রাহক—জয়শ্রী রায় (সহকারী অধ্যাপিকা, পুরাশ-কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয়)

শ্রীধাম বৃন্দাবনে অদ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে উর্জ্জাব্রতকালে বৈষ্ণবগণের সঙ্গে কিছু হরিকথা পরিবেশন করার সৌভাগ্য পেয়ে আত্মশোধন করার প্রয়াস করছি। শ্রীল আচার্য্যদেবের উক্তি ''বিদ্যুৎতের গতিতে ভগবানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে''— আমি চলতে পারছি না, আমি এত দ্রুত হাঁটতে পারছি না, আমি এই কথা শুনতে চাই না। ''আমাদের জীবনের আয়ু ক্রমে ক্ষীয়মান হয়ে চলেছে।'' সময় খুব অল্প। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদেরকে কৃষ্ণ প্রাপ্তি করতে হবে। ভক্তি স্বয়ং গতিশীল। যদি কোনদিন গোলোক যাওয়ার সৌভাগ্য হয় আমাদের, আমরা দেখতে পাব কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে সকলেই যেন ব্যস্ত। গোপীগণ হউন্ বা অন্যান্য দাস্য, সখ্য, রসের সেবক হউন্, গোলোকে কৃষ্ণকে নিয়ে সকলে ব্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণের তোষণ নিয়ে সকলেই পাগলপারা। আমরা দুর্লভ মানব জন্ম পেয়ে ভাগ্যক্রমে

গৌড়ীয় গুরুবর্গের কাছে এসেছি। গৌড়ীয় গুরুবর্গ আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু দান করতে এসেছেন। আমরা বিষ্ণু সেবক নই, নারায়ণেরও সেবক নই। আমরা দ্বারকাধীশ বা মথুরেশ কৃষ্ণের সেবক নই। গুরুবর্গ দেখিয়েছেন আমরা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবক। আমরা তাঁর অংশ, আমরা তাঁর দাস, আমাদেরকে তাঁর আরাধনা করতে হবে। সেই আরাধনার একটাই মন্ত্র নামসংকীর্ত্তন। এর দ্বারা তার নিত্য সেবায় আমাদের প্রবেশ করতে হবে। সেই যে পথ, সেই যে milestone সেই যে সর্বশ্রেষ্ঠ গতি, সেই পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য আমাদের সকলকে দ্রুত গতিতে এগোবার চেষ্টা করতে হবে। এই সংসারে বেশিদিন থাকবো বলে আমার আসি নাই বা এই সংসারের ধর্মকে আমরা আদর করি নাই। আমরা নির্মল কৃষ্ণপ্রেম ধর্মে ধর্মী। আমি গুরু হই বা গুরুসেবক হই আমার সামনে যারা রয়েছেন তারা কেউ আমার গুরুতুল্য কেউ আমার সঙ্গী, কেউবা আমার ছোট ভাই। সকলকে নিয়ে শ্রীল আচার্য্যদেবের উক্তির সম্মাননা করে আমরা পথে হাঁটতে থাকব। দ্রুতগতিতে হাঁটতে থাকবো। গুরুতোষণ, হরিতোষণ ব্যতীত আর আমাদের কোন কৃত্য নাই। সেই কৃত্য যত তাড়াতাড়ি হৃদয়ঙ্গম করে তার মধ্যে আমরা Dovetel হতে পারব তত তাড়াতাড়ি আমরা গোলকে পৌঁছাতে পারব। আমাদের কচ্ছপের গতি যেন না হয়। আমরা যেন কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে না পড়ি। ভক্তি যেমন Dynamic তেমন আমাদের জীবনও Dynamic। আমাদের এ ধারাকে অব্যাহত রেখে আমি চাই যত শীঘ্র পারি গোলোকে নিত্য সেবা লাভ করতে। আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন আমিও আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গুরুবর্গের কৃপা সম্বল করে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করব।

মহারাজ ভরত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে (শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত)

'মহারাজ ভরত জটাধারণ করে আপনার পাদুকা সম্মুখে রেখে রাজ্যশাসন করছেন।' ভরতের সংবাদ নেবার জন্য রামচন্দ্র হনুমানকে প্রেরণ করলেন। হনুমান মনুষ্য মূর্তি ধারণ করে অযোধ্যা থেকে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী নন্দীগ্রামে আসলেন। তিনি দেখতে পেলেন—মহারাজ ভরত ভ্রাতৃবিরহে অত্যন্ত কৃশ ও মলিন হয়ে পড়েছেন, জটাধারী তপস্বীর ন্যায় ধর্মাচরণ এবং রামচন্দ্রের পাদুকা সম্মুখে রেখে রাজ্য শাসন করছেন। হনুমানের কাছে রামচন্দ্রের প্রত্যাগমনের সংবাদ পেয়ে ভরত মহাহর্ষে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

পুষ্পকরথে ভগবান রামচন্দ্র সীতাদেবীকে নিয়ে হনুমান, সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, বিভীষণাদি সহ অযোধ্যায় ফিরে আসলে প্রজাগণ ও ব্রহ্মাদি দেবতাগণ উল্লসিত হলেও ভ্রাতা ভরতকে বল্কল পরিধানযুক্ত গোমুত্রসিদ্ধ যবান্ন ভোজন, কুশশায়ী ও জটাধারী অবস্থায় আছেন শুনে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। ভগবান রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করলে মহারাজ ভরত তাঁকে কিভাবে সম্যক্ পূজাবিধান করেছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস মুনি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে দশম অধ্যায়ে বর্ণন করেছেন।

'ভরতঃ প্রাপ্তমাকর্ণ্য পৌরামাত্যপুরোহিতৈঃ। .....
পাদয়োর্ন্যপতৎ প্রেম্না বিক্লিন্নহৃদয়েক্ষণঃ ॥''

(ভাঃ ৯।১০।৩৫, ৩৮)

বঙ্গানুবাদ—'রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন শুনে ভরত আপনার মস্তকে রামচন্দ্রের পাদুকা ধারণ করে পুরজন, অমাত্য, পুরোহিত, গীতবাদ্যাদির ধ্বনি সহ অতি উচ্চৈঃস্বরে মুহুর্মুহুঃ বেদ-উচ্চারণকারী বৈদিক ব্রাহ্মণ, প্রান্তভাগ স্বর্ণের দ্বারা মণ্ডিত-পতাকা, সুবর্ণময় বিচিত্র ধ্বজাবিশিষ্ট, পরম শোভমান অশ্ব-সমন্বিত ও সুবর্ণ রশ্মি-সংযুক্ত রথ, স্বর্ণকবচধারী সৈন্য, তাম্বুলিক, বারাঙ্গনা, পদচারী বহুভৃত্যসমূহের সহিত রাজযোগ্য ছত্র-চামরাদি, উৎকৃষ্ট ও অপ্রকৃষ্ট বহুমূল্য রত্নসমূহ সঙ্গে নিয়ে নন্দীগ্রামস্থ স্বশিবির থেকে বের হলেন এবং অগ্রজের পদতলে নিপতিত হলেন। প্রেমে তাঁর হৃদয় ও নয়ন আর্দ্রীভূত হল।

ভরত রামচন্দ্রের সম্মুখে পাদুকাযুগল সমর্পণ পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অশ্রুপূর্ণলোচনে অবস্থান করলে ভগবান রামচন্দ্র তাঁকে অশ্রুজলে সিক্ত করে গাঢ় প্রীতিভরে আলিঙ্গন করলেন। মহারাজ ভরতের অদ্ভুত চরিত্রবৈশিষ্ট্য। আধুনিক যুগের মানুষের পক্ষে এইরূপ আদর্শ চরিত্র

কল্পনাতীত। বর্ত্তমানে শাসনবিভাগের ব্যক্তিগণ গদিরক্ষার জন্য কোন প্রকার গর্হিত কার্য করতে পশ্চাৎপদ হন না। গদির মোহ যেখানে বেশী, সেখানে সুশাসন কখনই সম্ভব নয়। রামচন্দ্র ও ভরতের চরিত্র আলোচনা থেকে শাসকগণের চরিত্র কি প্রকার হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে আমরা শিক্ষালাভ করতে পারি।

কেকয়রাজ যুধাজিৎ গুরু-অঙ্গিরা ঋষির পুত্র ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যকে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন। মহর্ষি গার্গ্যের আগমন সংবাদ শুনে শ্রীরামচন্দ্র অনুজগণের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করলেন, আগমনের কারণ জানতে চাইলে গার্গ্যঋষি বললেন—রামচন্দ্রের মাতুল যুধাজিতের ইচ্ছা সিন্ধুনদের পার্শ্ববর্ত্তী পরম রমণীয় গন্ধর্ব্বদেশকে জয় করে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা, গন্ধর্ব্বরাজ শৈলুষ-তনয় তিন কোটি মহাবল সশস্ত্র গন্ধর্ব্ব সেই দেশ রক্ষা করছে, রামচন্দ্র ব্যতীত সেই দেশ কেউ জয় করতে সমর্থ নয়। গার্গ্য ঋষির ও মাতুল যুধাজিতের ইচ্ছা জানতে পেরে ভগবান রামচন্দ্র ভরতকে উক্ত কার্য করবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। ভরত তাঁর দুই বীরপুত্র তক্ষ ও পুষ্কল এবং সৈন্য সামন্তসহ গন্ধর্ব্বদেশ জয় করবার জন্য যাত্রা করলেন। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি মাংসাশী জীবগণ এবং রাক্ষসগণও অযোধ্যা থেকে ভরতের বাহিনীর সঙ্গে গমন করল। একপক্ষকাল পরে কৈকয় দেশে এসে পৌঁছাল ভরতের মাতুল যুধাজিৎও তাঁর বাহিনী নিয়ে ভরতের সঙ্গে যোগ দিলেন। তারা সম্মিলিতভাবে গন্ধর্ব্ব রাজ্যে প্রবেশ করলে সপ্তাহকাল তুমুল লোমহর্ষণকর যুদ্ধ হল। কিন্তু কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় হল না। তখন ভরত ক্রুদ্ধ হয়ে 'সংবর্ত্ত' নামক সদারুণ কালাস্ত্র নিক্ষেপ করলে মহাবীর্য্যশালী তিন কোটি গন্ধর্ব্ব ক্ষণকালমধ্যে বিনষ্ট হল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রের নির্দ্দেশানুযায়ী ভরত গান্ধারদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করে 'তক্ষশিলা' ও 'পুষ্কলাবতী' নামক দুটি সুশোভন নগরী স্থাপন করলেন। তাঁর নির্দ্দেশে তক্ষ 'তক্ষশিলা'র এবং পুষ্কল 'পুষ্কলাবতী'র অধিপতি হলেন। পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হলে ভরত অযোধ্যায় ফিরে আসলেন। ভগবান রামচন্দ্র ভরতের মুখে সকল কথা শুনে সুখী হলেন।

ভরতের ইচ্ছানুসারে ভগবান রামচন্দ্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের পুত্রদ্বয়—অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে যথাক্রমে কারুপথদেশ ও চন্দ্রকান্তদেশের অধিপতি করলেন। ভরত চন্দ্রকেতুর সঙ্গে চন্দ্রকান্তদেশে গিয়ে এক বৎসর অবস্থান করেছিলেন। রামচন্দ্রের আদেশ পালন করে ভরতের বিবিধ কার্যে দশ হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হল।

লক্ষ্মণ বর্জ্জনের পর রামচন্দ্র বিরহব্যাকুল চিত্তে ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করে বনে যাবেন স্থির করলেন। রামচন্দ্রের ঐরূপ অভিপ্রায়ের কথা জেনে প্রজাগণ হতচেতন ও ভরত সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। ভরত রামচন্দ্রের বিরহে রাজ্যাভিষিক্ত হয়ে থাকতে ইচ্ছা করলেন না। ভরতের ইচ্ছানুসারে ভগবান রামচন্দ্র কুশকে দক্ষিণ কুশল এবং লবকে উত্তর কুশলের অধিপতি করলেন। ভরত শ্রীরামচন্দ্রের অনুগামী হয়ে পবিত্র সরযূর তটে উপনীত হয়ে অন্তর্ধান লীলা করলেন।

(৩)

ভরতের পিতা চন্দ্রবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতি মহারাজ দুষ্মন্ত, জননী বিশ্বামিত্রের কন্যা কণ্বমুনির আশ্রমে পালিতা শকুন্তলা। দুষ্মন্তপুত্র ভরত ভগবানের অংশাংশসম্ভূত ছিলেন।

'পিতুর্য্যুপরতে সোঽপি চক্রবর্ত্তী মহাযশাঃ।
মহিমা গীয়তে তস্য হরেরংশভুবো ভুবি ॥''

(ভাঃ ৯।২০।২৩)

'পিতা দুষ্মন্তের মৃত্যুর পর মহাযশস্বী এই পুত্র চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ সপ্তদ্বীপের অধিপতি হয়েছিলেন। ভগবানের অংশাংশসম্ভূত বলে তাঁর মহিমা পৃথিবীতে পরিগীত হত।'

মহারাজ ভরতের জন্মবৃত্তান্ত মহারাজ দুষ্মন্তের চরিত্র-বর্ণনে বর্ণিত হয়েছে। কণ্বমুনি ভবিষ্যবাণী করেছিলেন শকুন্তলার গর্ভে এক মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, সেই পুত্র সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হবেন। ভরত জন্মগ্রহণের ছয় বৎসর পরে মহাবীর্য্যশালী হলেন। ছয় বৎসরের শিশু জঙ্গল থেকে সিংহ, ব্যাঘ্র, হাতী, শূকর, মহিষ ধরে এনে তাদেরকে গাছে বেঁধে খেলা করতেন। এই অলৌকিক ব্যাপার দেখে কণ্বমুনি বালকের নাম 'সর্ব্বদমন' রাখলেন। কণ্বমুনির নির্দ্দেশক্রমে শকুন্তলা বালককে নিয়ে রাজা দুষ্মন্তের কাছে এলে রাজা বিস্মৃতিবশতঃ শকুন্তলার পুত্রকে প্রথমে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত গন্ধর্ব্বমতে শকুন্তলাকে বিবাহ করেছিলেন এই শর্ত্তে শকুন্তলার পুত্র মহারাজের উত্তরাধিকারী হবেন। মহারাজ দুষ্মন্তের নিষ্ঠুর ব্যবহারে শকুন্তলা মর্ম্মাহতা হয়ে রাজার কাছ থেকে চলে

যাবার পূর্বে এইরূপ বললেন—রাজা গ্রহণ না করলেও তাঁর পুত্র পৃথিবীর সম্রাট হবে। তৎকালে সকলের সমক্ষে আকাশবাণী হল—'হে রাজন্! শকুন্তলা যা বলেছে তা সত্য, তাকে অবজ্ঞা করো না, তোমার পুত্রকে তুমি গ্রহণ কর।' এই বালককে 'ভরণ করুন, ভরণ করুন'—এইরূপ আকাশবাণী থেকে বালকের নাম ভরত হল। দৈববাণীর নির্দ্দেশানুসারে মহারাজ দুষ্মন্ত পত্নী ও পুত্রকে গ্রহণ করে ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। ভরত সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। তিনি যমুনার তটে একশত, সরস্বতী নদীর তটে তিনশত এবং গঙ্গার তীরে চারশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। পরে তিনি পুনরায় সহস্র অশ্বমেধ, একশত রাজসূয় এবং সহস্র সহস্র বাজপেয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। মহর্ষি কণ্বও তাঁর দ্বারা ভূরি দক্ষিণাবিশিষ্ট যাগ করিয়েছিলেন। কারো মতে তার নামানুসারেই ভারতবর্ষ নামকরণ হয়। ভরত থেকেই ভারতীকীর্ত্তি বিস্তৃত হয়েছে। ভরতের বংশধরগণ ভারত নামে খ্যাত। শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধ বিংশ অধ্যায়ে ভরতের অত্যদ্ভুত চরিত্রের কথা বর্ণন করতে গিয়ে শ্রীবেদব্যাস মুনি লিখেছেন—এই দুষ্মন্ততনয় ভরতের দক্ষিণ হস্তে চক্রচিহ্ন এবং পদযুগলে পদ্মকোশচিহ্ন ছিল। তিনি পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে গঙ্গাসাগর সঙ্গম থেকে আরম্ভ করে গঙ্গার উৎপত্তিস্থান পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশে আড়াইশত অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের পূজা বিধান করেছিলেন। ভরত যজ্ঞে তিন হাজার তিন শত অশ্ব বন্ধনপূর্ব্বক রাজন্যবর্গকে বিস্মিত করেছিলেন। তিনি দেবতাগণের বৈভবকেও অতিক্রম করে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

'ভরতস্য মহৎকর্ম্ম ন পূর্ব্বে নাপরে নৃপাঃ।
নৈবাপুর্নৈব প্রাপ্স্যন্তি বাহুভ্যাং ত্রিদিবং যথা ॥'

(ভাঃ ৯।২০।২৯)

'বাহুদ্বারা যেরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেরূপ ভরতের অদ্ভুত কর্ম্ম পূর্ব্বে কোন নৃপতি লাভ করেননি বা ভাবী কোন রাজা লাভ করতে পারবেন না।

মহারাজ ভরতের বিদর্ভদেশীয় তিনজন পত্নী ছিল। মহারাজ ভরতের পুত্র মহারাজের মতই বিরাট ও বলশালী হবে এরূপ চিন্তা পত্নীগণের মধ্যে থাকায় পুত্র প্রসবের পর পুত্র মহারাজের অনুরূপ না হলে মহারাজ স্ত্রীগণকে ব্যভিচারিণী মনে করে পরিত্যাগ করতে পারেন, এই আশঙ্কায় পুত্র জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পুত্রকে মেরে ফেলতেন। এইভাবে ভরতের বংশ ব্যর্থ হওয়ায় মহারাজ ভরত পুত্রলাভার্থ মরুৎযাগ নামক যজ্ঞ করেছিলেন। তাতে মরুৎগণ সন্তুষ্ট হয়ে ভরতকে 'ভরদ্বাজ' নামক পুত্র প্রদান করেছিলেন। বৃহস্পতি ও মমতাকে অবলম্বন করে ভরদ্বাজের জন্ম হয়। মমতা পুত্রকে নিরর্থকবোধে ত্যাগ করলে মহদ্‌গণ ঐ বালককে পালন করেন এবং ভরতবংশ যাতে ব্যর্থ না হয়, তজ্জন্য পুত্রটি ভরতকে প্রদান করেন।

দশদিন ব্যাপী কলকাতায় শ্রীচৈতন্যজন্মোৎসব ও মেলা তথা গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

গত ২৮শে জানুয়ারি, ২০১৯—গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে বিকাল ৪ টা হতে মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের দ্বারা জয় বন্দনা ও সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫৩২তম শুভ শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে দুপুর ২টা থেকে বৈকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত বক্তৃতা প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। তথায় প্রায় ১২জন প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে। বিকাল ৫ টা হতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীসাধন পাণ্ডে এছাড়া অন্যান্য অতিথিগণের মধ্যে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের মাননীয় বিচারপতি শ্রীমতি সমাপ্তি চ্যাটার্জী,

ধর্মসভায় উপস্থিত শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ও মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসাধন পান্ডে ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও বিচারপতি মাননীয় শ্রীশ্যামল কুমার সেন, গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, অনুষ্ঠানের শুরুতে মঙ্গলাচরণ করেন মিশনের অপর সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ। পরে উপস্থিত অতিথিদের মাল্য, চন্দন ও ব্যাজ দিয়ে বরণ করা হয়। মঞ্চোপরি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আলেখ্যে পুষ্প অর্পন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন আদির দ্বারা অনুষ্ঠান সূচিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী সাধন পাণ্ডে মহাশয় বলেন—''আধ্যাত্মিক চেতনা ভারতের শক্তি। আমাদের দেশে ধর্মীয় ঐতিহ্য সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়। গৌড়ীয় মিশন মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথে চলছেন, সমাজের পরিবর্তন করছেন।'' প্রাক্তন রাজ্যপাল ও বিচারপতি মাননীয় শ্রীশ্যামল কুমার সেন বলেন—''শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ সর্বদা আনন্দে থাকেন। তাঁদের দর্শনে ত্রিতাপ জুড়িয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণনাম করতে করতে যেন জীবন যাপন করতে পারি—এটা মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই।''—মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সকল ভক্তদের আর্শীবাদ প্রদান পূর্বক শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রেমধর্মের কথা ব্যক্ত করেন। এছাড়া উক্ত সভায় 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' সম্বন্ধে বক্তৃতা রাখেন বেনিয়াটোলা শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীমদ বীরচাঁদ গোস্বামী, কলকাতা মাইকেল নগর বিশ্বসেবাশ্রম সংঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ সমীর ব্রহ্মচারী, মহানাম সম্প্রদায় ও মহানাম সেবক সংঘের সহঃসম্পাদক শ্রীজ্যোতির্ময় গুহ এবং কলকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের পদার্থ বিভাগের অধ্যাপক শ্রীঅশোক দাস। জগবন্ধু মহাউদ্ধারণ মঠের সম্পাদক শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মহামন্ত্র কীর্ত্তনের দ্বারা সভা বিশ্রাম লাভ করে। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সভায় পুরুলিয়া ছৌ নৃত্য পরিবেশন করেন। তারপর সকল ভক্তদের মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

২৯শে জানুয়ারী, ২০১৯—বিকাল ৪টা থেকে সুসজ্জিত মঞ্চে সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী সমন্বয়ে সুললিত কণ্ঠে জয় বন্দনা অন্তে ''অপরূপ চাঁদ উদয় নদীয়াপুরে তিমির নাহিরে ত্রিভুবনে''—মহাজন গীতি, ভক্তিবিনোদ গীতি, শ্রবণ করে ভক্তগণ উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে উল্লাসে চতুর্দিক মাতিয়ে এক অপরূপ গোলকীয় পরিবেশের সূচনা করে।

বিকাল ৫টা থেকে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের আর্শীবাদ শিরোধারণ করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে উপস্থিত সকল অতিথি বৃন্দকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করে বরণ করা হয় এবং সকল অতিথিবৃন্দকে গৌড়ীয় মিশনের তরফে মেমেন্টো প্রদান করা হয় ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণপদ্মে পুষ্পমাল্য অর্পণ এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মাধ্যমে উৎসবের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ধর্মসভায় মিজরামের রাজ্যপাল ও গৌড়ীয় মিশনের আচার্য ও সেবাসচিব মহোদয়

ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সেনেট সদস্য পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক ডঃ মনীন্দ্রনাথ রায়; সংস্কৃত বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীতন্ময় ভট্টাচার্য; খড়দহ শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির ট্রাষ্টের সভাপতি শ্রীমৎ গুরুসহায় গোস্বামী; হুগলী রিষড়া শ্রীপ্রেমমন্দির আশ্রম তথা দেওঘর শ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারী পরম্পরায় আগত শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী; কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শ্রীকল্যাণ চক্রবর্ত্তী; বিরাটী মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠের বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীনিলয় সাহা আদি ব্যক্তিগণ সকলে ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্ব-স্ব বক্তৃতা প্রদান করেন।

সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শ্রীহরেকৃষ্ণ হালদার ও গোষ্ঠী মৃদঙ্গ বাদনের দ্বারা সকল শ্রোতৃ মন্ডলীর আনন্দ প্রদান করেন।

৩০শে জানুয়ারী, ২০১৯—বিকাল ৪ঘটিকা হতে গৌড়ীয় মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দের দ্বারা জয় বন্দনা অন্তে শ্রীভক্তিবিনোদ গীতি, 'মহাজন পদাবলী' কীর্ত্তন শুরু হয়। ৪.১৫ মিঃ মিজোরামের রাজ্যপাল মাননীয় কুমমানম্ রাজশেখরান গৌড়ীয় মঠে পদার্পণ করেন। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, অপর সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ আপ্যায়ন করেন। তিনি বিগ্রহগণের আরতি অন্তে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। পরে ৪.২৫ মিঃ সার্বজনীন দুর্গোৎসব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণ করেন। তথায় রাষ্ট্রসংগীতের পরে মঙ্গলাচরণ করেন শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, মিশনের সেবাসচিব welcome Address পাঠ করে শোনান। পরে সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ যথা মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ, মিজোরামের মহামান্য রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী শ্যামল কুমার সেন, মিশনের সেবাসচিব, অপর সেবাসচিব ও সহ সেবাসচিব সকলকে মাল্য, চন্দন, ব্যাজ দ্বারা আপ্যায়ণ করা হয়। সকলে প্রদীপ প্রজ্বালনের দ্বারা অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডঃ কাননবিহারী গোস্বামী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি গৌড়ীয় মঠ ও তৎপ্রতিষ্ঠিত মিউজিয়ামের প্রশংসা করেন। পরে মিশনের আচার্য্য শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর আশীর্বাণী প্রদান করেন। সবশেষে Vote of thanks প্রদান সহ-সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজ এবং জাতীয় সংগীতের দ্বারা সভা সমাপ্ত হয়। পরবর্ত্তী ধর্মসভায় **"ভারতীয় সাহিত্য ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব"** বক্তব্য রাখেন—অধ্যাপক ডঃ শ্রীকাননবিহারী গোস্বামী, (বাংলা বিভাগীয় প্রাক্তন প্রধান-রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,) অধ্যাপক শ্রীচিদানন্দ ভট্টাচার্য, (ইংরাজী বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়); ডঃ শ্রীবিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, (এশিয়াটিক সোসাইটি), অধ্যাপিকা শ্রীমতী ঋতা চট্টোপাধ্যায়, (প্রাক্তন প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়); (অধ্যাপক শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ধর, ইংরাজী বিভাগ, এম.বি.বি. কলেজ, ত্রিপুরা,) শ্রীসুমন ভট্টাচার্য, (বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী, বরানগর।)

সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গৌড়ীয় নৃত্য পরিবেশন করেন অধ্যাপিকা ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায় এবং গ্রুপ।

৩১শে জানুয়ারী, ২০১৯—বিকাল ৪ ঘটিকা হতে গৌড়ীয় মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দের দ্বারা জয় বন্দনা অন্তে শ্রীভক্তিবিনোদ গীতি, 'মহাজন পদাবলী' কীর্ত্তন শুরু হয়। পরবর্ত্তী ধর্মসভায় ''ভারতীয় সাহিত্য ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব'' এর উপর বক্তব্য রাখেন—অধ্যাপক শ্রীদিলীপ পণ্ডা, অধ্যাপক শ্রীদীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়, (সংস্কৃত বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়); ডঃ শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়, (সম্পাদক, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্); অধ্যাপক ডঃ শ্রীঅমিত ভট্টাচার্য, (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়); অধ্যাপক ডঃ শ্রীনবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (প্রাক্তন অধিকর্তা, বেদবিদ্যা

কেন্দ্র, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়); অধ্যাপক ডঃ শ্রীশঙ্কর ঘোষ, (বাংলা বিভাগীয় প্রাক্তন প্রধান); (মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ); কলকাতা, অধ্যাপিকা ডঃ শ্রীমতী মহুয়া মুখোপাধ্যায়, (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) সকল বক্তাগণ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান অবদানের দ্বারা নিজ নিজ ভাবধারায় ব্যক্ত করেন।

সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ওড়িশী, কলাজ্যোতি নৃত্য পরিবেশন করেন শ্রীরাজু মিশ্র এবং গ্রুপ।

১লা ফেব্রুয়ারী, ২০১৯—ঐদিন দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত 'ক', 'খ', 'গ' বিভাগে মোট ১২ জন ছাত্র-ছাত্রীর মৃদঙ্গ বাদন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর বিকাল ৪ ঘটিকা হতে গৌড়ীয় মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দের দ্বারা জয় বন্দনা অন্তে শ্রীভক্তিবিনোদ গীতি, 'মহাজন পদাবলী' কীর্ত্তন শুরু হয়। পরবর্ত্তী অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় **"ভারতীয় সংহতি ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব"** উপর বক্তব্য রাখেন—শেখ সাবির আলি, (সংস্কৃত বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত); অধ্যাপক ডঃ শ্রীদিলীপ কুমার মহান্তি, (প্রাক্তন উপাচার্য, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়); অধ্যাপক মুস্তাফা মল্লিক, (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়); ডঃ শ্রীবুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, (প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বিদ্যাসাগর কলেজ, নবদ্বীপ) শ্রীচিরদীপ কর, (শিক্ষক, রামকৃষ্ণ মিশন, বরাহনগর); অধ্যাপক ডঃ শ্রীপার্থদেব ঘোষ, (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক ডঃ শ্রীপবিত্র কুমার গুপ্ত, (শ্রীরামকৃষ্ণ পরম্পরা) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক ডঃ মকবুল ইসলাম, (বাংলা বিভাগ, পালস্ কলেজ)।

সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কত্থক নৃত্য পরিবেশন করেন সৌরভ রায় এবং গ্রুফ।

২য় ফেব্রুয়ারী, ২০১০—বিকাল ৪ ঘটিকা হতে গৌড়ীয় মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দের দ্বারা জয় বন্দনা অন্তে শ্রীভক্তিবিনোদ গীতি, 'মহাজন পদাবলী' কীর্ত্তন শুরু হয়। পরবর্ত্তী ধর্মসভায় **বাংলার নবজাগরণ ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব** উপর বক্তব্য রাখেন—অধ্যাপক শ্রীশিহরণ চক্রবর্তী, (বেলুড় বিদ্যামন্দির কলেজ, বেলুড় মঠ); শ্রীমতী কল্পনা গোস্বামী, (শ্রীভাগবত কথাকার, কল্যাণী); শ্রীমৎ রাধাগোবিন্দ গোস্বামী, (শ্রীরাঘব ভবন, পাণিহাটি শ্রীপাট); অধ্যাপক শ্রীবুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়, (ইতিহাস বিভাগ, রামপুরহাট, কলেজ, বীরভূম); ডঃ শ্রীইন্দ্রজিৎ সরকার, (শিক্ষাবিদ, সভাপতি, প্রজ্ঞাভারতী, দক্ষিণবঙ্গ); শ্রীমতী পল্লবী (বসু-দত্ত, বেদান্ত-কথাকার, বালী); শ্রীচৈতন্যময় নন্দ, (লেখক ও সাংবাদিক, কলকাতা)।

মিউজিয়াম পরিদর্শনরত মিজরামের রাজ্যপালের সহিত শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর

সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হাওড়া বীণাপাণি সংঘের পরিচালনায় থিয়েটার ''নদের নিমাই'' অনুষ্ঠিত হয়।

৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০১৯—গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের শতবার্ষিকী মহোৎসব উপলক্ষ্যে বিকাল ৪ ঘটিকা হতে গৌড়ীয় মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দের দ্বারা জয় বন্দনা অন্তে শ্রীভক্তিবিনোদ গীতি, 'মহাজন পদাবলী' কীর্ত্তন শুরু হয়। উক্ত শতবার্ষিকী মহোৎসবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হতে বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ উপস্থিত হন। এদিন আলোচ্য বিষয় ছিল—**'বর্তমান যুগে বৈষ্ণবধর্মের বিজয়যাত্রা'**, ধর্মসভায় আলোচ্য বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন—শ্রীমৎ ভক্তিসমাধি ভাগবত মহারাজ, (সভাপতি এবং আচার্য, শ্রীচৈতন্য ভাগবত মঠ, মায়াপুর); শ্রীমৎ ভক্তিরক্ষক ত্রিবিক্রম মহারাজ, (সভাপতি এবং আচার্য, শ্রীরাধামোহন গৌড়ীয় মঠ, ভদ্রক); শ্রীমৎ ভক্তিসুমন গোবিন্দ মহারাজ, (শ্রী কৃষ্ণবলরাম মন্দির, মথুরা); শ্রীমৎ ভক্তিবিচার বিষ্ণু মহারাজ, (সেবাসচিব, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী)। সকল সন্ন্যাসী বর্তমান যুগে বৈষ্ণবধর্মের বিজয় যাত্রার মূল পুরোহিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী মহারাজের অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব বিশ্বব্যাপী গুণমহিমার কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন। তাঁরা বলেন আজ যে বৈষ্ণবধর্মের পতাকা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে উড্ডীয়মান হচ্ছে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায়।

সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গৌড়ীয় ভারতনাট্যম্ কৃষ্ণলীলা পরিবেশন করেন (শ্রীরাজু দত্ত)।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ২০১৯—বিকাল ৪ ঘটিকা হতে গৌড়ীয় মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দের দ্বারা জয় বন্দনা অন্তে শ্রীভক্তিবিনোদ গীতি, 'মহাজন পদাবলী' কীর্ত্তন শুরু হয়। পরবর্ত্তী ধর্মসভায় **"ভারতীয় সাহিত্য ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব"** উপর বক্তব্য রাখেন—শ্রীপাদ ভক্তিআশয় অকিঞ্চন মহারাজ, মঠাধ্যক্ষ, শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক, শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ, মঠাধ্যক্ষ, শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, হলদিয়া। শ্রীপাদ ভক্তি গিরি মহারাজ, (মঠাধ্যক্ষ, কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ); শ্রীপাদ ভক্তি বোধায়ন মহারাজ, (মঠাধ্যক্ষ, শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুনা); শ্রীপাদ ভক্তি শ্রৌতি মহারাজ, (মঠাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, আসাম)। সকলে আলোচ্য বিষয় **"বর্তমান যুগে বৈষ্ণবধর্মের বিজয় যাত্রা"** সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের মহান অবদানের কথা কীর্ত্তন করেন। সন্ধা ৬.৩০ মিঃ থেকে ৭.৩০ মিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিদের প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গৌড়ীয় মঠের যুবগোষ্ঠীর দ্বারা অভিনীত থিয়েটার 'দিগ্বীজয়ী পণ্ডিত উদ্ধার' অনুষ্ঠিত হয়।

৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯—শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব ও মেলার সমাপ্ত দিবসে মিশনের আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে ও সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের শতবর্ষ সমারোহ সমাপ্ত অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথমে বিকাল ৪ ঘটিকা হতে গৌড়ীয় মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দের দ্বারা জয় বন্দনা অন্তে শ্রীভক্তিবিনোদ গীতি, 'মহাজন পদাবলী' কীর্ত্তন শুরু হয়। পরবর্ত্তী ধর্মসভায় **"ভারতীয় সাহিত্য ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব"** উপর বক্তব্য রাখেন—শ্রীমদ্ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ—সহ সেবাসচিব গৌড়ীয় মিশন, শ্রীমৎ সনাতন দাস বাবাজী, আচার্য, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, বরানগর পাঠবাড়ী, শ্রীমৎ কৃষ্ণগোবিন্দ দাস বাবাজী, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ, শ্রীমৎ ভক্তিবিবুধ বোধায়ন মহারাজ, সভাপতি ও আচার্য শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ, সর্বশেষে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর সমাপ্ত ভাষণে দশদিন ব্যাপী অংশগ্রহণকারী সকল বিদ্বদ্জনদের হার্দিক শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব ও মেলা এবং গৌড়ীয় মঠ মিশনের শতবার্ষিকী মহোৎসবে শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য লীলার কথা কীর্ত্তন করেন। এইভাবেই দশদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

নির্যাণ

গৌড়ীয় মিশনের একনিষ্ঠ সেবক তথা সিংপুর গৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীচক্রধর দাস ব্রহ্মচারী গত ২-২-২০১৯ তারিখে অপ্রকট হন, পূর্বাশ্রমে তার পিতার নাম ছিল শ্রীযুক্ত গোলক দাস।

মিশনের পূর্বতন আচার্য্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের নিকট হরিনাম দীক্ষা লাভ করে দীর্ঘ ২৫ বছর কাল মঠবাস জীবনে মঠের সকল প্রকার সেবা প্রীতিপূর্বক নিষ্ঠার সহিত পালন করে গেছেন।

বিশেষত বিবিধ পরিক্রমাতে যাত্রীদের সুবিধা অসুবিধার ব্যবস্থা করতেন। কি রন্ধন, কি চাঁদা ভিক্ষা, পরিক্রমাদিকালে বৈষ্ণবদের পথ দেখানো প্রতিটি সেবা মিশন অনুগত হয়ে করতেন। শিলিগুড়ি মঠ এবং সিংপুর মঠ নির্মাণ কার্যে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম প্রশংসনীয়। অল্প বয়সে এ রকম নিষ্ঠাবান সেবককে হারিয়ে আজ আমরা সকলে মর্মাহত। তার নিরলস সেবা প্রচেষ্টা আমাদের শিক্ষনীয় হোক।

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রচার প্রসঙ্গ

(কেরালা, পূর্ব মেদিনীপুর ও দঃ ২৪ পরগণা)

কেরালাস্থিত কোচিতে প্রচার

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুগোস্বামীপাদ গত ০২-০২-২০১৯ তারিখ ভারতের অপর ১টি রাজ্য Kerala স্থিত Kochi শহর হতে প্রায় ৫০ কি.মি. দূরে Kottoyam District -এর কুরুপান্থারা গ্রামে মলিউর মন্দির প্রতিষ্ঠাতার ৯৮তম জন্মবার্ষিকীর শুভ অবসরে তাঁদের কর্ত্তৃপক্ষের আহ্বানে তথায় গমন করেন। তথায় উক্ত দিবসে একটি সভায় প্রধান অতিথি রূপে প্রদীপ প্রজ্জ্বালন এবং তৎপরে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত মালিয়লামভাষী প্রায় ২০০০ জন ভক্ত মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করে ধন্য হন।

কেরালা মলিউর মন্দিরে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর প্রদীপ প্রজ্জালন করছেন।

পূর্ব মেদিনীপুর

৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯—দুপুর ২ ঘটিকায় কোলকাতা গৌড়ীয় মঠ হইতে পূর্ব মেদিনীপুরস্থিত ঘোলমাগুরী দিকে যাত্রা করেন পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব। সন্ধ্যাকালে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরকে কীর্ত্তন যোগে অভ্যর্থনা করেন স্থানীয় ভক্তবৃন্দ সহ অন্যতম ভক্ত (শ্রীল গোস্বামীপাদের) আশ্রিত শ্রীমান তপন জানা। তাঁর বাসভবনে স্বপার্ষদ শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের থাকার সু-ব্যবস্থা করা হয়। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মিশনের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী দ্বারা শ্রীমদন গোপাল জীউর মন্দির প্রাঙ্গনে একটি সুসজ্জিত প্যান্ডেলে জয়বন্দনা মহাজন কীর্ত্তন ও শুভ মঙ্গল অধিবাস কীর্ত্তন করা হয়। তৎপশ্চাৎ শ্রীল গুরুদেব উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। সভায় প্রথমে মিশনের অপর সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ নিমি মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ ভগবানের বীর্যবতী হরিকথা পরিবেশন করেন স্থানীয় ভক্তদের সম্মুখে। প্রায় ১৫০০-এর অধিক স্থানীয় ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। শেষে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ভাগবতকথা পরিবেশন করেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯—স্থানীয় সকল ভক্তমণ্ডলী লাল পাড় শাড়ী ও মাথায় জলপূর্ণ ঘট, প্রায় ৫০০ জনের অধিক স্থানীয় ভক্ত, মিশনের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীবৃন্দের সহিত সকাল ৭ ঘটিকা হইতে ''নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা'' সমগ্র গ্রাম পরিভ্রমণ করেন। বিকাল ৫ ঘটিকা হইতে মিশনের ব্রহ্মচারী দ্বারা কীর্ত্তন আরম্ভ হয় তৎপশ্চাৎ মিশনের সন্ন্যাসীগণ ও শ্রীল গুরুদেব হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তারপর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯—ভক্তেরা তপনবাবুর বাড়ীতে মঙ্গল আরতী করেন। তৎপশ্চাৎ বৈঠকী কীর্ত্তন ও শ্রীল গুরুদেব স্বল্প হরিকথা বলেন। তারপর পারমার্থিক ক্লাস সকাল ৯ ঘটিকা হইতে দুপুর ১২ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত

ঘোলমাগুরী গ্রামে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা

হয়। উক্ত সভায় শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ও শচীন প্রভু প্রশ্নোত্তর আলোচনা করেন এবং বৈকাল ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্যন্ত ভক্ত ও ভগবানের সুমধুর কথা সম্বন্ধে প্রবচন প্রদান করেন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ।

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব প্রায় এক ঘন্টাধিককাল শ্রীমদ্ভাগবত কথা কীর্ত্তন করেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯—সকাল ৭টা হইতে শ্রীল গুরুদেবের আরতী ও বৈঠকী কীর্ত্তনের পর শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের মুখনিঃসৃত অমৃতময় বাণী শ্রবণ করেন স্থানীয় ভক্তগণ। তারপর ৪ জন হরিনাম আশ্রয় গ্রহণ করেন। সকাল ১০টা হইতে ১২টা পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা ও তারপর সকল ভক্তবৃন্দদের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দঃ ২৪ পরগণায়

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর গত ১৩-০২-২০১৯ তারিখে ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), রেদোখালি গ্রামে শ্রীযুক্ত জগন্নাথ হালদার মহাশয়ের বাসভবনে শুভবিজয় করেন। তথায় নামহট্ট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে

দঃ ২৪ পরগণায় ভাগবত ধর্মসভার একটি দৃশ্য

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব "ম্রিয়মানস্য কিং কর্ত্তব্য"—মানুষের কর্তব্য কি? ভাগবতের শ্লোক অবলম্বনে ব্যাখ্যা করেন। ঐদিন ১২ জন হরিনাম গ্রহণ করেন এবং অনুষ্ঠানের পর প্রায় ৫০০-র অধিক ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের বাণী

১। দ্রুতগতিতে গোলকের দিকে এগোতে হবে কারণ আমাদের হাতে সময় খুব কম, আমি চাই সকলকে সঙ্গে নিয়ে এগোতে।

২। ভক্তিরাজ্যে নিন্দুকের একটা ভূমিকা আছে ঠিকই, তাতে প্রেমের পথে অপর পক্ষকে এগিয়ে দেওয়ার সাহায্য হলেও তাঁর নিজের পথ ক্রমে রুদ্ধ হয়।

৩। গৌড়ীয় মঠের জীবসেবা পৃথিবীতে বিরল। আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে প্রকৃত চরিত্র গঠন করা আজকের দিনে বিশেষ জরুরি।

৪। সৎসাধক মাত্রেরই গুরুবর্গের আশয় বুঝে সেবা ভক্তিসাধনে গতি আনবে সন্দেহ নাই।

৫। নববিধা ভক্তির সুষ্ঠু সাধনে অনর্থনাশ সম্ভব হলেও কষায় বা সূক্ষ্ম বাসনা নির্মূল করতে তীব্র ভক্তির প্রয়োজন।

৬। গৌড়ীয় গুরুবর্গের আশ্রিত সাধকের চরম গতি গোলকে নিত্যসেবা লাভ, পথে তাঁদের অন্য কোন Stopage নাই।

৭। শরণাগতির সাধন আগে তারপর অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা বা রুচি লাভের চিন্তা করা উচিত।

৮। আমাদের গুরুবর্গ সবরকম রুচিকর কীর্ত্তন খাদ্যরূপে রেখে গেছেন। সুষ্ঠু সেবনে ভক্তিতে বলিষ্ঠ হতে পারব।

শ্রীল গোস্বামীপাদের বাণী উপদেশ

১। হরিতোষণ গায়ের জোরে হবে না, নিষ্কপট আনুগত্যের দ্বারা হয়, ভক্তদের নিয়ে ভক্তি শিক্ষা দিয়ে তৈরী করে ভগবানের সুখকর সেবা বিলাস যিনি করেন, তিনিই গুরুতত্ত্ব।

২। শ্রবণ-কীর্ত্তন জলে ভক্তিলতা বাড়ে ঠিকই তেমনি আগাছাও বাড়তে পারে, তাই সাধক সাবধান। মালিকে বেড়া দিতেই হবে।

৩। ভক্তিটা এখানে Royal Road এখানে কোন বাধা অসুবিধা কিছুই করতে পারে না।

৪। ভগবৎ বস্তুতে অনুরাগ মায়িক বস্তুতে বিরাগ আনে।

৫। মায়ের মাতৃত্ব যেমন ছেলেকে সরিয়ে নিলে খোলে না তেমনি ভক্তি বা ভক্তকে বাদ দিয়ে ভগবানের বাৎসল্য দেখা যায় না।

৬। ভগবানের সবকিছুই সর্বোত্তম সোপানে আছে। আমরা সেই ভূমিকায় নেই বলে তা দেখতে পায় না।

৭। শ্রীকৃষ্ণ যেমন সম্ভোগ রসের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভু তেমনি বিপ্রলম্ভ রসের পরাকাষ্ঠা।

৮। যারা কৃষ্ণভজন করেন তারা চতুর। আর যারা শ্রীমন্মহা-প্রভুর অনুগ হয়ে কৃষ্ণভজন করেন, তারা চতুর শিরোমণি।

৯। সেবারাজ্যে যতটা দীন হতে পারা যায় ততই সেবার অধিকার Secured হয়।

১০। সংকীর্ত্তন একটা বিরাট জিনিষ। এতে সবরকম রসের মিশ্রণ আএছ। সব রসের ভক্তগণের একত্র মিলন হয় সংকীর্ত্তনে। এর Terst কেউ জানতো না। শ্রীমন্মহাপ্রভুই এর আবিস্কারক।

১১) কৃষ্ণই পুরুষোত্তম হরি। তিনি স্বয়ং ভগবান, তাঁর অসমোর্দ্ধ লীলা রয়েছে তাই তিনি লীলা পুরুষোত্তম।

১২)পুরুষোত্তম মাসে যারা ব্রত করে ভজন করবেন তারা অন্যান্য মাসে ভজনের থেকে অধিক ফল পাবেন। এই মাসের নাম পুরুষোত্তম। প্রভুর নামে এই মাস তাই সকল বাঞ্ছা পূরণ করতে সমর্থ।

হাওড়ায় বুকষ্টল উদ্বোধন

গত ১৯-০২-২০১৯ তারিখ হাওড়া বুক স্টল উদ্বোধনে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত অনন্ত মুখার্জী (Assistant Commercial Manager, Goods), শ্রীযুক্ত আনন্দ বর্ধণ, (Sinior Station Master) শ্রীযুক্ত দেবাশীষ রায় (Assistant Station Master) এবং গৌড়ীয় মিশনের সহসেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ, গ্রন্থবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় মিশন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব মহোৎসব ও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রদর্শনী

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করিয়া আগামী **৩০শে ফাল্গুন, ১৪২৫ (১৫ই মার্চ, ২০১৯) শুক্রবার হইতে ৭ই চৈত্র, ১৪২৫ (২২শে মার্চ, ২০১৯) শুক্রবার পর্য্যন্ত নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ বৈষ্ণব সঙ্গে হরিকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা,** শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তৎ পার্ষদগণের লীলাস্থলী দর্শন, পতিতপাবনী গঙ্গায় স্নানাদি শুদ্ধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবেন এবং **৬ই চৈত্র, ১৪২৫ (২১শে মার্চ, ২০১৯) বৃহস্পতিবার কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের শুভাবির্ভাব তিথি** অহোরাত্র-ব্যাপী শ্রীহরিসংকীর্ত্তন মুখে অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে সপ্তাহ কালব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা, পারমার্থিক প্রদর্শনী ও ভক্তিগ্রন্থ পারায়ণ, সাধু-বৈষ্ণব সেবা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইবেন।

শ্রদ্ধেয় সজ্জনবৃন্দ আপনাদিগকে সবান্ধব এই শ্রীগৌরধাম পরিক্রমায়, শ্রীগৌর জন্মোৎসবে এবং পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শনে যোগদান করিবার জন্য আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি। স্বয়ং যোগদানে অসমর্থ হইলে এই ভক্ত্যঙ্গ যাজনে সাধ্যমত দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সেবানুকূল্য বিধান করিলেও ন্যূনাধিক সাধন ফল লাভ ঘটিবে।

নিবেদন ইতি—
সজ্জন কিংকরাভাস
শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

মহোৎসব পঞ্জী

২৪শে ফাল্গুন, ১৪২৫ (৯ই মার্চ, ২০১৯) শনিবার হইতে
৩০শে ফাল্গুন, ১৪২৫ (১৫ই মার্চ, ২০১৯) শুক্রবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল ব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা

৩০শে ফাল্গুন, ১৪২৫ (১৫ই মার্চ, ২০১৯) শুক্রবার

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামপরিক্রমার শুভ মঙ্গল অধিবাস হরি সংকীর্ত্তনোৎসব

১লা চৈত্র, ১৪২৫ (১৬ই মার্চ, ২০১৯) শনিবার পরিক্রমার প্রথম দিবস

শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমণ

● সিমুলিয়া ● শরডাঙ্গা ● শোনডাঙ্গা ● মেঘারচর ● বেলপুকুর বা বিল্বপুষ্করিণী ● শ্রীশচীমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর পাট ● বামনপুকুর ● চাঁদকাজীর সমাধি ● রুদ্রপাড়া ● শঙ্করপুর ● নিদয়াঘাট ● শ্রীমাধাইর ঘাট ও শ্রীধরাঙ্গন ভারুইডাঙ্গা প্রভৃতি পরিক্রমা।

২রা চৈত্র, ১৪২৫ (১৭ই মার্চ, ২০১৯) রবিবার পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমণ

● গাদিগাছা ● হংসবাহন ● গঙ্গা-সরস্বতী-সঙ্গম ● শ্রীসুরভিকুঞ্জ ● শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ ● শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির ● সুবর্ণ-বিহার ● অলকানন্দা ● মহাবারাণসী ● শ্রীহরিহরক্ষেত্র ● শ্রীনৃসিংহপল্লী পরিক্রমা।

শ্রীআমলকী একাদশীর ব্রতোপবাস।

৩রা চৈত্র, ১৪২৫ (১৮ই মার্চ, ২০১৯) সোমবার পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

শ্রীকোলদ্বীপ ও শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ

• কুলিয়া—বর্ত্তমান শহর নবদ্বীপ • প্রৌঢ়মায়া (পোড়ামাতলা) • শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীর ও সমাধি • রাহুতপুর • চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির • সমুদ্রগড় ও বিদ্যানগর—শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীবিদ্যাবাচস্পতির স্থান পরিক্রমা। **দিবা ৯।৪৪ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদের তিরোভাব।**

৪ঠা চৈত্র, ১৪২৫ (১৯ই মার্চ, ২০১৯) মঙ্গলবার পরিক্রমার চতুর্থ দিবস

শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমণ

• জান্নগর—জহ্নুমুনির তপস্যার স্থান • মামগাছি—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট • সিদ্ধবকুলতলা শ্রীসারঙ্গমুরারির শ্রীপাট • শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোপীনাথ দর্শন।

৫ই চৈত্র, ১৪২৫ (২০শে মার্চ, ২০১৯) বুধবার পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

শ্রীমায়াপুর (শ্রীঅন্তর্দ্বীপ) **পরিক্রমণ**

(শ্রীযোগপীঠ-মন্দির • শ্রীনৃসিংহ-মন্দির • শ্রীবাসাঙ্গন • অদ্বৈতভবন • শ্রীমুরারিগুপ্তভবন • শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন • শ্রীচৈতন্যমঠ • শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি • শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের সমাধি • বল্লালদীঘি পরিক্রমণ।) সন্ধ্যায় শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব ও শ্রীগৌরজয়ন্তীর শুভ অধিবাস।

৬ই চৈত্র, ১৪২৫ (২১শে মার্চ, ২০১৯) বৃহস্পতিবার

শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর ব্রতোপবাস • পূর্ণিমা অহোরাত্রব্যাপী শ্রীহরিকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে সংকীর্ত্তনৈক পিতা **শ্রীশ্রীমদ্ গৌরহরির আবির্ভাব তিথি আরাধনা** • ভক্ত সম্মেলন • শ্রীগৌরমহিমা সূচক বক্তৃতা • শ্রীগৌরলীলা গ্রন্থপাঠ ও পারায়ণ • প্রদোষে **শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা ও রাত্রিতে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা-প্রদর্শন ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন।**

৭ই চৈত্র, ১৪২৫ (২২শে মার্চ, ২০১৯) শুক্রবার

দিবা ৯।৫৩ মিঃ মধ্যে শ্রীগৌরজয়ন্তী ব্রতের পারণ।

মহাপ্রসাদ বিতরণ ও মহামহোৎসব সমাপ্তি।

দৈবানুরোধে ও প্রয়োজনানুসারে এই পঞ্জী পরিবর্ত্তন যোগ্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য

(১) পরিক্রমায় যোগদানকারী সকল ভক্ত ও যাত্রীগণের নিকট নিবেদন দ্রব্যমূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় সহৃদয় ভক্তগণের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়।

(২) যাত্রিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ বিছানা, মশারী, গামছা, ঘটি, বাটি, টর্চ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সঙ্গে আনিবেন। বিনা টিকিটে ধামবাস করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিবেন না।

পথের পরিচয় ঃ বাহিরের যাত্রিগণ ট্রেনে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণনগর সিটি জংসনে নামিয়া অটোরিক্সা যোগে অথবা হাওড়া ষ্টেশন হইতে শ্রীনবদ্বীপ ধাম ষ্টেশনে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া ১০ মিনিটে স্বরূপগঞ্জ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিবেন।

-ঃ নিবেদন ঃ-

যাঁহারা পরিক্রমা অধিবাসের দুই-তিনদিন পূর্বে অথবা গৌরকথা সময় হইতে গোদ্রুমে আসিবেন তাঁহাদের সেবানুকূল্য অধিক দিতে হইবে।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/03/2019

SRI BHAKTIPATRA

PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003.
Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I. - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) সাত্বতমৌলিকত্ব (২) ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ (৩) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব (৪) গুরুমহারাজের হরিকথা ২য় খণ্ড (৫) শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা (৬) শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য (৭) শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ গীতি সংগ্রহ (৮) উদ্ধব সন্দেশ ও অমর গীতামৃত (৯) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (১০) শ্রীতুলসী ও তিলক মাহাত্ম্য (১১) গৌড়ীয় সংক্ষিপ্ত গৃহস্থ। (১২) চৈতন্য শিক্ষামৃত (১২) শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা (১৩) শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা (ইংরাজী) হিন্দী—(১) শ্রীক্ষেত্র (২) উপাখ্যান মে উপদেশ (৩) ভজন-গীত (৪) শ্রীল প্রভুপাদ। শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরাতন গ্রন্থসমূহ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তি-পত্র কার্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অংশ বর্জন গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org